ধ্বনির পরিবর্তন

তানহি খান তানহা

বিসিএস বাংলা ভাষা

ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৩তম BCS	৪১তম BCS	৪০তম BCS	৩৮তম BCS	৩৭তম BCS	৩৬তম BCS	৩৫তম BCS
০১	প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ				১	১	-	-
০২	বানান ও বাক্য শুদ্ধি	১	২	১	২	৩	-	৩
০৩	পরিভাষা	১		১	১	২	১	১
০৪	সমার্থক শব্দ			২	১	১	১	২
০৫	বিপরীতার্থক শব্দ			১	১	-	১	১
০৬	ধ্বনি	৩	২		১	২	২	২
০৭	বর্ণ		১		১	-	২	-
০৮	শব্দ	১	১	২	২	২	১	১
০৯	পদ				-	-	২	১
১০	বাক্য	২	৩		১	-	১	১
১১	প্রত্যয়	১	১	২	২	-	১	১
১২	সন্ধি				১	-	১	১
১৩	সমাস	১	১		১	২	১	১
টপিকের বাইরে থেকে আসা প্রশ্ন								
★	ণত্ব-ষত্ব বিধান						১	
★	উপসর্গ-অনুসর্গ		১			১		
★	কারক-বিভক্তি	১	১		২			
★	এক কথায় প্রকাশ	১	১	১	৩			
★	বাগধারা	২	২		২			
★	বাচ্য			১				
★	দ্বিরুক্তি শব্দ	১	১					
★	অন্যান্য	২	২					
	সর্বমোট প্রশ্ন:	**১৭**	**১৪**	**১৬**	**১৫**	**১৫**	**১৪**	**১৫**

ধ্বনি পরিবর্তন থেকে বিভিন্ন বিসিএসে আসা প্রশ্ন বিশ্লেষণ

১. অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি? -৪১ বিসিএস

২. বড় > বড্ড এটি কোন ধরণের পরিবর্তন? -৪৩ বিসিএস

৩. ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত? -৪৪ বিসিএস

৪. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? -৩৫ বিসিএস

আলা

শালা

শাগ শাক

আজ কী বার?

শনিবার

আজ স্কুল বন্ধ ছিল

আইজ ইস্কুল বন্ধ আছিল

ধ্বনি পরিবর্তন

উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূল ধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় ধ্বনি পরিবর্তন।

P2A

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

অন্য কোনো ভাষার প্রভাব

অমনোযোগ, অযত্ন, উপেক্ষা

অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি

সহজে উচ্চারণ করার প্রবণতা

P2A

ধ্বনির পরিবর্তন

স্বরধ্বনির পরিবর্তন

ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

শব্দের মধ্যে এই পরিবর্তন যেভাবে ঘটে

শব্দের আদিতে-

শব্দের মধ্যভাগে-

শব্দের শেষে-

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের এই রীতি-প্রকৃতি প্রধানত ৪ ধরণের

- ধ্বন্যাগম
- ধ্বনির রূপান্তর
- ধ্বনিলোপ
- ধ্বনির স্থানান্তর

P2A

রিকসা > রিসকা

১ম অংশে মূলধ্বনি এবং ২য় অংশে বিকৃত ধ্বনি থাকে

এই ২য় অংশে কীভাবে বিকৃত ধ্বনি হলো সেটা দেখেই আন্দাজ করতে হবে।

ধ্বনি পরিবর্তন

আদি স্বরাগম

মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি

অন্ত্যস্বরাগম

অপিনিহিতি

অসমীকরণ

স্বরসঙ্গতি

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ

ধ্বনি বিপর্যয়

সমীভবন

বিষমীভবন

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা

ব্যঞ্জন বিকৃতি

ব্যঞ্জনচ্যুতি

অন্তর্হতি

অভিশ্রুতি

র-কার লোপ

হ-কার লোপ

অ-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি

স্বর শব্দটি থাকলে স্বরধ্বনির পরিবর্তন

ব্যঞ্জন শব্দটি থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

স্বরধ্বনির পরিবর্তন

আদি স্বরাগম

মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি

অন্ত্যস্বরাগম

অপিনিহিতি

অসমীকরণ

স্বরসঙ্গতি

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ

অভিশ্রুতি

P2A

ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা

ব্যঞ্জন বিকৃতি

ব্যঞ্জনচ্যুতি

র-কার লোপ

হ-কার লোপ

ধ্বনি বিপর্যয়

সমীভবন

বিষমীভবন

অন্তর্হতি

P2A

শরীর > শরীল

লাল > নাল

জরুরি > জরুলি

দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে

P2A

জন্ম > জম্ম

কাঁদনা > কান্না

গল্প > গপ্প

শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।

P2A

প্রগত সমীভবন

আগের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন।

চক্র > চক্ক

পক্ব > পক্ক

পদ্ম > পদ্দ

লগ্ন > লগ্গ

পরাগত সমীভবন

গল্প > গপ্প

বিপদজনক > বিপজ্জনক

যতদূর > যদ্দুর

পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একইরকম ধ্বনিতে রুপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া।

অন্যোন্য সমীভবন

পাশাপাশি দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি দুইয়ের প্রভাবে দু'টিই পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে।

সত্য > সচ্চ

বিদ্যা > বিজ্জা

চিকিৎসা > চিকিচ্ছা

ব্যঞ্জনচ্যুতি

মেজদিদি > মেজদি

বউদিদি > বউদি

বড় দাদা > বড়দা

পাশাপাশি দুটি একই উচ্চারণের ব্যঞ্জন থাকলে তার একটি লোপ পেলে তাকে বলে ব্যঞ্জনচ্যুতি।

P2A

অন্তর্হিতি (‘অন্তর’ মানে ভিতর, ‘হতি’ মানে লোপ)

ফাল্গুন > ফাগুন (‘ল’ লোপ)

বাপজান > বাজান

ফলাহার > ফলার

পদের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হিতি।

র কার লোপ

তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম

চারটি > চাট্টি, সরদার > সদ্দার

আধুনিক চলিত বাংলায় প্রচলিত শব্দের ‘র’ ধ্বনি বা ‘র-কার’ লোপ পেয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হলে তাকে র-কার লোপ বলে।

না আইলি পারতি কুবির **আইজ**

অপিনিহিতি

রাখিয়া > রাইখ্যা

বাক্য > বাইক্য

চারি > চাইর

মারি > মাইর

সাধু > সাউধ

পরের 'ই' বা 'উ' স্বরধ্বনি আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে 'ই' বা 'উ' স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।

P2A

অসমীকরণ

ধপ+ধপ > ধপাধপ

গপ + গপ > গপাগপ

টপ+টপ > টপাটপ

দুটো একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে বলে অসমীকরণ।

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা

পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, সবাই >সব্বাই

শব্দের কোন ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হলে, অর্থাৎ দুইবার উচ্চারিত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্বতা বলে। মূলত জোর দেয়ার জন্য দ্বিত্ব ব্যঞ্জন হয়।

‘বড় > বড্ড’ কোন ধরণের পরিবর্তন?

ক) বিসমীভবন

খ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব

গ) সমীভবন

ঘ) ব্যঞ্জন বিকৃতি

৪৩ বিসিএস

ব্যঞ্জন বিকৃতি

কবাট > কপাট

ধোবা > ধোপা

ধাইমা > দাইমা

শাক > শাগ

গোলাপ > গুলাব

কোন ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোন ব্যঞ্জনধ্বনি হলে তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে।

ধ্বনি বিপর্যয়

বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, লাফ> ফাল, নকশা > নশকা

শব্দের মধ্যবর্তী দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি অদলবদল হলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।

৪৪ বিসিএস

ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত?

ক) রতন

খ) কবাট

গ) পিচাশ

ঘ) মুলুক

পিশাচ > পিচাশ

P2A

হ-কার লোপ

পুরোহিত> পুরুত, চাহে> চায়, সাধু> সাহু> সাউ, আল্লাহ> আল্লা, শাহ> শা

(আধুনিক চলিত বাংলায় প্রচলিত) অনেক সময় দুইটি স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী ‘হ’ ধ্বনি বা ‘হ-কার’ লোপ পায়। একে হ-কার লোপ বলে। যেমন, ‘গাহিল’ (গ+আ+হ+ই+ল+অ)-এর ‘আ’ ও ‘ই’ স্বরধ্বনি দুটির মধ্যবর্তী ‘হ’ লোপ পেয়ে হয়েছে ‘গাইল’।

শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে **স্বরাগম** বলা হয়।

আদি স্বরাগম

স্টেশন > ইস্টিশন, স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা> আস্পর্ধা

শব্দের আদিতে বা শুরুতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলা হয় আদি স্বরাগম।

মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি

রত্ন > রতন

স্বপ্ন > স্বপন

প্রীতি > পিরীতি

ক্লিপ > কিলিপ

সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। একে বলা হয় **মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।**

অন্ত্যস্বরাগম

দিশ > দিশা

বেঞ্চ > বেঞ্চি

সত্য > সত্যি

শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে অন্ত্যস্বরাগম বলে।

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ।

বসতি > বসতি

জানালা > জানলা

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ

আদিস্বরলোপ-

মধ্যস্বরলোপ-

অন্ত্যস্বর-

একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে।

দেশি > দিশি

বিলাতি > বিলিতি

মুলা > মুলো।

প্রগত

আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়।

যেমন: মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

পরাগত

অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসঙ্গতি হয়।

লিখা > লেখা

দেশি > দিশি।

মধ্যগত

আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়।

জিলাপি > জিলিপি

বিলাতি > বিলিতি

অন্যোন্য

আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি হয়।

মোজা > মুজো।

অভিশ্রুতি

শুনিয়া> শুইনিয়া> শুইনা> শুনে,

বলিয়া> বইলিয়া> বইলা> বলে,

হাটুয়া> হাউটুয়া> হাউটা> হেটো,

মাছুয়া> মাউছুয়া> মাউছা> মেছো

অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায়। বাংলা চলিত ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অভিশ্রুতি।

অভিশ্রুতি

যদি অন্য কোন প্রক্রিয়ায় কোন স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়, এবং পরিবর্তিত স্বরধ্বনি তার আগের স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে যায়, এবং সেই মিলিত স্বরধ্বনির প্রভাবে তার পরের স্বরধ্বনিও পরিবর্তিত হয়, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন, 'করিয়া' (ক+অ+র+ই+য়+আ) থেকে অপিনিহিতির মাধ্যমে (র+ই-এর আগে আরেকটা অতিরিক্ত 'ই' যোগ হয়ে) 'কইরিয়া' হলো। অর্থাৎ অন্য কোন প্রক্রিয়ায় 'ই' স্বরধ্বনিটির পরিবর্তন হলো। আবার 'কইরিয়া'-এর র+ই-এর 'ই' তার আগের 'ই'-র সঙ্গে মিলে গেলে হলো 'কইরয়া' বা 'কইরা'। এবার 'কইরা'-র 'ই' ও 'আ' পরিবর্তিত হয়ে হলো 'করে'। এটিই অভিশ্রুতি।

ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?

ক. বাস্ক খ. ফিলিম

গ. সকাল ঘ. ফলার।

২. শব্দের মধ্যে ই বা উ যথাস্থানের আগে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?

ক. অপিনিহিতি খ. ধ্বনি-বিপর্যয়

গ. স্বরাগম ঘ. অভিশ্রুতি।

৩. শব্দের মধ্যে সমউচ্চারণের দুটি ধ্বনির একটি লোপ হলে তাকে কী হলে?

ক. ব্যঞ্জনচ্যুতি খ. অভিশ্রুতি

গ. প্রগত ঘ. পরাগত।

৪. নিচের কোনটি অন্তর্হতির উদাহরণ?

ক. স্কুল > ইস্কুল খ. সত্য > সত্যি।

গ. রত্ন > রতন ঘ. ফলাহার > ফলার।

৫. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?

ক. বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি, মধ্য স্বরাগম

খ. অপিনিহিতি

গ. ধ্বনি বিপর্যয়

ঘ. বিষমীভবন।

৬. বিষমীভবনের উদাহরণ কোনটি?

ক. গ্রাম > গেরাম

খ. বিলাতি > বিলিতি

গ. ধোবা > ধোপা

ঘ. লাল > নাল।

৮. দুটো সমবর্ণের একটি পরিবর্তনকে কী বলে?

ক. সমীভবন

খ. বিষমীভবন

গ. ব্যঞ্জনদ্বিত্ব

ঘ. ব্যঞ্জনবিকৃতি।

৯. আজি > আইজ কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?

ক. অপিনিহিতি

খ. মধ্য স্বরাগম

গ. স্বরসঙ্গতি

ঘ. অন্ত্য স্বরাগম।

কোনগুলো দ্বিত্বব্যঞ্জন?

ক. পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ

খ. পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল

গ. জন্ম > জনম, কাঁদনা > কান্না

ঘ. বাঁধনা > রান্না, গৃহিণী > গিন্নী

১১. একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অন্য স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?

ক. স্বরলোপ

খ. সমীভবন

গ. অন্তঃস্বরলোপ

ঘ. স্বরসঙ্গাতি।

১২. পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ হলে তাকে কী বলে?

ক. অভিশ্রুতি খ. বিষমীভবন

গ. স্বরলোপ ঘ. অন্তর্হিতি।

১৩. কোনটি স্বরাগমের উদাহরণ?

ক. পিরীতি গ. বিলিতি

গ. বসতি ঘ. উড়নি।

১৪. বিপ্রকর্ষের অপর নাম কী?

ক. মধ্য স্বরাগম খ. অন্ত্য স্বরাগম

গ. সপ্তকর্ষ ঘ. স্বরলোপ।

১৫. শব্দ মধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তর সমতা লাভ করলে তাকে কী বলে?

ক. বিষমীভবন

খ. ধ্বনিবিপর্যয়

গ. সমীভবন

ঘ. স্বরসঙ্গাতি।